রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ৬, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০১ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৪৮-আইন/২০১৪।—গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪, ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।**—(১) এই বিধিমালা গ্রামীণ ব্যাংক (পরিচালক নির্বাচন) বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,—

(১) "অঞ্চল" অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (৩) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকায় অঞ্চল হিসাবে উল্লিখিত কোন নির্বাচনী স্তর;

(২) "আইন" অর্থ গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩;

(৩) "কেন্দ্র" অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (৫) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকায় কেন্দ্র হিসাবে উল্লিখিত ব্যাংকের কোন কেন্দ্র;

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

(৪) "কেন্দ্র প্রধান" অর্থ ব্যাংকের এমন একজন ঋণ গ্রহীতা শেয়ার মালিক যিনি ব্যাংক কর্তৃক উহার কোন কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত;

(৫) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা;

(৬) "নির্বাচকমন্ডলী" অর্থ কোন নির্বাচনী স্তরে বিধি ৪ এর বিধান মোতাবেক গঠিত কোন নির্বাচক মন্ডলী;

(৭) "নির্বাচন" অর্থ কোন নির্বাচনী স্তরে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন;

(৮) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন;

(৯) "নির্বাচন কমিশনার" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার;

(১০) "নির্বাচনী এলাকা" অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (২) এর বিধান মোতাবেক সংরক্ষিত তালিকার নির্বাচনী এলাকা হিসেবে উল্লিখিত নির্বাচনী স্তর;

(১১) "নির্বাচনী স্তর" অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন নির্বাচনী স্তর;

(১২) "পরিচালক" অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (খ) এর বিধান মোতাকে নির্বাচিত ব্যাংকের একজন পরিচালক;

(১৩) "প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী" অর্থ বিধি ১৭ এর অধীনে তৈরী তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন প্রার্থী;

(১৪) " প্রার্থী" অর্থ বিধি ১৩ এর বিধান মোতাবেক মনোনয়ন প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১৫) "প্রিসাইডিং অফিসার" অর্থ বিধি ৯ এর উপবিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন প্রিসাইডিং অফিসার;

(১৬) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(১৭) "ব্যাংক" অর্থ আইনের ধারার ৪ এর বিধান মোতাবেক স্থাপিত গ্রামীণ ব্যাংক;

(১৮) "ভোট কেন্দ্র" অর্থ বিধি ৮ এর অধীনে নির্ধারিত কোন ভোট কেন্দ্র;

(১৯) "ভোট দাতা" অর্থ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি;

(২০) "ভোটার তালিকা" অর্থ বিধি ১০ এর অধীনে তৈরী কোন ভোটার তালিকা;

(২১) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৭ এর অধীন কোন নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও বুঝাইবে;

(২২) "শাখা" অর্থ বিধি ৩ এর উপবিধি (৪) এর বিধান মোতাবেক প্রকাশিত ও সংরক্ষিত তালিকার শাখা হিসাবে উল্লিখিত একটি নির্বাচনী স্তর;

(২৩) "সংরক্ষিত তালিকা" অর্থ পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, বিধি ৩ এর উপবিধি (২), (৩) ও (৪) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রকাশিত ও সংরক্ষিত কেন্দ্র বা শাখা বা অঞ্চল বা নির্বাচনী এলাকার তালিকা।

৩। **নির্বাচনী স্তরসমূহ।**—(১) পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নিম্নরূপ নির্বাচনী স্তরসমূহ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচনী এলাকা

(খ) অঞ্চল

(গ) শাখা।

(২) ব্যাংকের কার্যক্রম চালু আছে এমন সকল এলাকাকে নির্বাচন কমিশন ০৯ (নয়)টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করিবেন এবং কমিশন এইরূপ এলাকাসমূহের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা একাধিক অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন এইরূপ অঞ্চলসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৪) প্রতিটি অঞ্চল একাধিক শাখার সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন এইরূপ শাখাসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৫) প্রতিটি শাখা একাধিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং নির্বাচন কমিশন এইরূপ কেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ করিবে।

৪। **পরিচালক নির্বাচন।**—পরিচালক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে—

(ক) প্রতিটি শাখায় উহার অন্তর্গত কেন্দ্রসমূহের কেন্দ্র প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি শাখা নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে উক্ত শাখার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিবে;

(খ) প্রতিটি অঞ্চলে উহার অন্তর্গত শাখাসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি অঞ্চল নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে অঞ্চল প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করিবে;

(গ) প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় উহার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি পরিচালক নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে এবং উক্ত নির্বাচকমন্ডলী উহার একজন সদস্যকে পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করিবে।

৫। **নির্বাচনের সময়।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান নির্বাচিত পরিচালকগণের পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) **উপবিধি** (১) এর অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, বিধি ২৭ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর পরিচালকগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। **নির্বাচন কমিশন।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নরূপভাবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে :

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি—প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

(খ) ব্যাংকের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি—কমিশনার; এবং

(গ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি—কমিশনার।

(২) নির্বাচন কমিশন সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান ও আনুষংগিক সকল বিষয়ে সামগ্রিকভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে ব্যাংকের যে কোন কর্মচারী বা এই বিধিমালার আওতাধীন যে কোন ব্যক্তি নির্বাচন পরিচালনার কাজে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং নির্বাচনী কাজে নির্বাচন কমিশনের ন্যায়ানুগ আদেশ পরিপালনে অনীহা প্রদর্শনকারী কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ জারী করাসহ বিভাগীয় মামলা চালু করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নির্বাচন কমিশনের থাকিবে এবং এইরূপভাবে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আবশ্যিকভাবে উহা পরিপালন করিবে।

(৪) এই বিধিমালার অধীনে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

৭। **রিটার্নিং অফিসার।**—(১) নির্বাচন কমিশন বিধি ৩ এর উপবিধি (২) এ বর্ণিত প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন নির্বাচনী স্তরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) নির্বাচনে সহায়তা করিবার জন্য নির্বাচন কমিশন উক্ত এলাকায় বা প্রয়োজনে সন্নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

৮। **ভোটকেন্দ্র এবং ভোটদান কক্ষ।**—(১) কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করিবেন।

(২) প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটদান কক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

৯। **প্রিসাইডিং অফিসার।**—(১) রিটার্নিং অফিসার নিজ নিজ এক্তিয়ারাধীন প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন তফসিল ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত স্তরে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে পৃথকভাবে প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার এই বিধিমালার বিধান অনুসারে ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

১০। **ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র**।—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি নির্বাচনী স্তরে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যগণের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন সদস্য কোন সময়ে ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া থাকিলে তাহার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

(২) শাখা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোট দাতাকে প্রদত্ত ব্যাংকের পাস বই, এবং অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভোট দাতাকে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র, উক্ত ভোট দাতার পরিচয়পত্র হিসেবে গৃহীত হইবে।

১১। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা**।—(১) নির্বাচন কমিশন নোটিশের মাধ্যমে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে তারিখ নির্ধারণ করিয়া প্রতিটি নির্বাচনী স্তরের নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করিবে, যথা ঃ—

(ক) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু ও শেষ হইবার তারিখ;

(খ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাই-এর তারিখ;

(গ) আপিলের তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঙ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(২) উপ-বিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশ সকল রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হওয়ার তারিখের অন্ততঃ ২০ দিন আগে জারী করিতে হইবে।

১২। **প্রার্থী পদ**।—বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত কোন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হইতে পারিবে।

১৩। **মনোনয়নপত্র আহ্বান ও দাখিল**।—(১) বিধি ১১ এর বিধান অনুসরণ করিয়া রিটার্নিং অফিসার তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত সকল শাখা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রতিটি নির্বাচনের জন্য দফা (ক) এর অধীনে নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ ১০ দিন পূর্বে মনোনয়নপত্র আহ্বান করিয়া একটি নোটিশ প্রকাশ করিবেন; উক্ত নোটিশে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই এর তারিখ ও সময়;

(গ) আপীলের শেষ তারিখ;

(ঘ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঙ) ভোট গ্রহণের তারিখ।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন করিতে হইলে ফরম 'ক' যথাযথভাবে পূরণ করিয়া উপ বিধি (১) এর অধীনে নির্ধারিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট উহা উপ-বিধান (৩) এ নির্ধারিত ফিস সহকারে জমা দিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন বরাবরে নিম্নরূপ ফিস ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/পোষ্টাল অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/পোষ্টাল অর্ডার মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে—

(ক) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) টাকা।

(খ) অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) টাকা।

(গ) শাখা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

(৪) মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত ফরম রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হইতে বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তির নাম কোন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না বা অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবও করিতে পারিবেন না।

(৬) মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার পর রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন।

(৭) মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্ত পত্রে জমাদানকারীর নাম, জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়, ক্রমিক নম্বর লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তৎপর একটি রেজিস্টারে ইহা তালিকাভুক্ত করিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**—(১) বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এর দফা (খ)-তে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে রিটার্নিং অফিসার দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রার্থী ও তাহার প্রস্তাবক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহার অনুরোধে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুযোগ দিবেন।

(৩) কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে রিটার্নিং অফিসার সংক্ষেপে আপত্তির বিষয়বস্তু এবং তাহার সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার স্বেচ্ছায় অথবা উপ-বিধি (৩) এর অধীনে উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানের পর কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

(ক) প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই; অথবা

(খ) প্রস্তাবকের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই; অথবা

(গ) প্রার্থী বা প্রস্তাবকের স্বাক্ষর তাহাদের নিজেদের নহে;

তবে শর্ত থাকে যে—

(অ) কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হইবার কারণেই তাহার অন্য মনোনয়নপত্র (যদি থাকে) বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে না; এবং

(আ) রিটার্নিং অফিসার ছোটখাট ভুলের জন্য মনোয়নপত্র বাতিল করিবেন না, বরং এই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্রের উপর উহা গৃহীত বা বাতিল করা হইল এই মর্মে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সংক্ষেপে ইহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। **আপীল**।—(১) বিধি ১৪ এর উপবিধি (৫) এর অধীনে বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্রের প্রার্থী বা প্রস্তাবক উক্ত বাতিলকরণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ)-তে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আপিল পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর দায়েরকৃত আপীলসমূহ আপীল দায়েরের তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন এবং অবিলম্বে আপীলের সিদ্ধান্ত রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

১৬। **প্রার্থীর পদ প্রত্যাহার**।—বিধি ১৪ ও ১৫ এর বিধানাবলী মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এর দফা (ঘ)-তে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিতপত্র উক্ত প্রার্থী নিজে বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

১৭। **প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের তালিকা**।—বিধি ১৬ এর অধীনে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর (যদি হয়) রিটার্নিং অফিসার অবশিষ্ট প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং এইরূপ প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীরূপে বিবেচিত হইবেন।

১৮। **প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যু**।—কোন স্তরের নির্বাচনের পূর্বে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর মৃত্যু হইলে, বিধি ১৯ এর বিধান সাপেক্ষে, অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন সীমিত থাকিবে।

১৯। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা**।—(১) মনোনয়নপত্র বাছাই এবং প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী না থাকে, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে, বিধি ১৩ এর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া রিটার্নিং অফিসার পুনরায় মনোনয়পত্র আহ্বান এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর প্রাক-নির্বাচন মৃত্যু এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা যদি—

(ক) মাত্র একজন হয় তাহা হইলে—

(অ) শাখা প্রতিনিধি বা অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্রিং অফিসার তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে 'খ' ফরমে এই মর্মে একটি ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত, হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(আ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার সেই মর্মে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন নোটিশ বোর্ডে 'খ' ফরমে এই মর্মে ঘোষণা প্রকাশ করিবেন যে উক্ত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন এবং উক্ত ঘোষণার একটি অনুলিপি ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(খ) একাধিক হয় তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে রিটার্নিং অফিসার উক্ত প্রার্থীদের একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২০। **ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ।**—(১) সকল নির্বাচনে এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন ফরম 'গ'-তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালটপত্র ছাপাইয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২১। **ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী তাহার এলাকাধীন সকল ব্যাংক কার্যালয়ে প্রকাশ এবং প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের নিকিট নিম্নলিখিত সামগ্রী ব্যাংকের সহায়তায় যথাসময়ে সরবরাহ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স;

(খ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট পত্র;

(গ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা;

(ঘ) ভোট গ্রহণকালে প্রয়োজন হইতে পারে এমন মনোহারী দ্রব্যাদি, যেমন, সীলমোহর, সাদা কাগজ, খাম, কালি ইত্যাদি।

(৩) ভোট গ্রহণের সময় প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণ ভোট কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। তবে ভোটারকে কোনভাবেই প্রভাবিত করিতে পারিবেন না। ভোটারকে প্রভাবিত করিলে বা করিবার চেষ্টাকারীকে প্রিসাইডিং অফিসার প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করিয়া ভোট কক্ষ হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার ভোট কক্ষে এক বা একাধিক ঘেরাও দেওয়া জায়গার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভোটারগণ ভোটদানকালে তাহাদের ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে পারেন।

(৫) নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক প্রিসাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ শুরু করিবেন এবং এইরূপ ভোট গ্রহণ শুরু করিবার প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত প্রার্থীগণকে (যদি থাকে) শূণ্য ব্যালট বাক্সটি দেখাইবেন, তারপর উহা তালাবদ্ধ ও সীলমোহরকৃত করিয়া তাহার সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে রাখিবেন।

(৬) কোন ভোটদাতা ভোটদানের উদ্দেশ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারের পরিচয়পত্র দৃষ্টে তাহার পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর তাহাকে একটি ব্যালট পত্র প্রদান করিবেন; ভোটদাতার নিকট ব্যালটপত্র সরবরাহের পূর্বে প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) ব্যালটপত্রের মুড়ি বহিতে ভোটদাতার দস্তখত গ্রহণ করিবেন;

(খ) ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নম্বর চিহ্নিত করিবেন ও মুড়ি বহিতে উক্ত ক্রমিক নম্বর লিখিবেন এবং উহা সীলমোহরকৃত ও সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন;

(গ) ব্যালটপত্রের অপর পৃষ্ঠাও সীলমোহরকৃত এবং সংক্ষিপ্তভাবে স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন;

(ঘ) ভোটার তালিকায় ভোটদাতার নামের পার্শ্বে (√) চিহ্ন দিয়া ভোটদাতাদের ব্যালটপত্র দেওয়া হইয়াছে মর্মে চিহ্নিত করিবেন।

(৭) প্রত্যেক ভোটদাতার মাত্র একটি ভোটদানের অধিকার থাকিবে।

(৮) কোন ভোটদাতা কোন নির্বাচনে—

(ক) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারিবেন না।

(৯) ভোটদাতা ব্যালটপত্র পাওয়া মাত্রই নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করিয়া তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালটপত্রে তাহার নামের পার্শ্বে ক্রস "×" দিবেন এবং তারপর ব্যালটপত্রটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে রাখিবেন।

(১০) যদি কোন ভোটদাতা অসাবধানতার জন্য তাহাকে প্রদত্ত ব্যালটপত্রটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তবে তিনি আর একটি ব্যালটপত্রের জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে আবেদন করিতে পারিবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার ভোটদাতার কৈফিয়ত সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিলে তাহাকে আর একটি ব্যালটপত্র প্রদান করিবেন এবং পূর্বের ব্যালটপত্রটি বাতিল করিয়া উহাতে দস্তখত করিবেন।

(১১) কোন ভোটদাতা ব্যালটপত্র গ্রহণ করিয়া ব্যবহার না করিলে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের নিকটি উহা ফেরত দিবেন এবং প্রিসাইডিং অফিসার উহা বাতিল করিয়া দস্তখতকৃত করিবেন।

(১২) কোন ভোটদাতা যদি তাহাকে প্রদত্ত ব্যালটপত্র ব্যালট বাক্সে না রাখেন এবং উহা যদি ভোটকেন্দ্রে বা নিকটস্থ কোন স্থানে পাওয়া যায় তবে প্রিসাইডিং অফিসার তাহার দস্তখতসহ উহা বাতিল করিবেন।

(১৩) ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ভোটদানের উদ্দেশ্যে কোন ভোটদাতাকে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তবে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ভোটকক্ষে উপস্থিত ভোটদাতাকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেয়া হইবে।

(১৪) সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালানার স্বার্থে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিসাইডিং অফিসার স্থানীয় প্রশাসন বা আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২২। **ভোট গ্রহণ স্থগিতকরণ।**—(১) প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্ভব না হইলে বা ভোট গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তিনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে স্থগিতকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ স্থগিত হইলে রিটার্নিং অফিসার—

(ক) অবিলম্বে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(খ) নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে যথাশীঘ্র উক্ত কেন্দ্রে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন; এবং

(গ) দফা (খ) এর অধীনে গৃহীতব্য ভোট গ্রহণের স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর অধীনে গৃহীত ভোটে সকল ভোটারকে নতুনভাবে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং উপ-বিধি (১) এর অধীনে গৃহীত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

২৩। **ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর কার্যপ্রণালী।**—(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইবার পর প্রিসাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের (যদি থাকে) সম্মুখে তালা বদ্ধ ও সীলমোহরকৃত ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং প্রদত্ত ভোট গণনা করিবেন।

(২) ভোট গণনার সময় তিনি নিম্নেবর্ণিত কোন ব্যালটপত্রকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, যদি উহাতে—

(ক) ব্যাংকের সীলমোহর বা অন্য কোন স্বীকৃত চিহ্ন বা প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত না থাকে;

(খ) এমন কোন চিহ্ন থাকে যাহা দ্বারা ভোটদাতাকে সনাক্ত করা যাইতে পারে, অথবা

(গ) একাধিক "×" চিহ্ন থাকে।

(৩) যদি প্রিসাইডিং অফিসার কোন ব্যালটপত্রে প্রদত্ত ভোট কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর পক্ষে দেওয়া হইয়াছে নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি সেই ভোটপত্র বাতিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে বাতিলকৃত ব্যালটপত্রগুলি ব্যাতিরেকে অন্যান্য ব্যালটপত্র বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহাদের গণনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে প্রিসাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ লটারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর মাধ্যমে তাহাদের একজনকে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত বলিয়া নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপ লটারী ও উহার ফলাফল 'ঘ' ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪। **নির্বচানের নথিপত্র ও বিবরণাদি**।—(১) ভোট গণনার পর প্রিসাইডিং অফিসার নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্রাদি ও বিবরণী ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে সংরক্ষণ করিয়া উক্ত মোড়ক সীলমোহরকৃত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) বৈধ ব্যালটপত্রসমূহ;

(খ) বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (২) ও (৩) এর অধীনে বাতিলকৃত ব্যালটপত্রসমূহ;

(গ) বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১০), (১১) ও (১২) এর অধীনে বাতিলকৃত বা ব্যবহারের অযোগ্য বা বিনষ্ট ব্যালটপত্রসমূহ;

(ঘ) ফরম 'ঘ'-তে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী এবং বিধি ২৩ এর উপবিধি (৫) এর অধীনে লটারী হইলে তাহার বিবরণী;

(ঙ) মুড়ি সমেত অব্যবহৃত ব্যালটপত্রসমূহ;

(চ) ব্যবহৃত ব্যালটপত্রের মুড়ি;

(ছ) চিহ্নিত ভোটার তালিকা।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মোড়ক ও বিবরণীতে নিজে দস্তখত করিবেন এবং উহাতে দস্তখত করিতে ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের দস্তখত গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগকে সীলমোহরকৃত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত মোড়ক ও বিবরণী ছাড়াও প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালটপত্রের একটি হিসাব ফরম 'ঙ'-তে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত এই হিসাবে নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রদত্ত ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নং;

(খ) ভোট বাক্সে জমাকৃত এবং গণনাকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা; এবং

(গ) অব্যবহৃত, বিনষ্ট এবং ব্যবহারের অযোগ্য ব্যালটপত্রের সংখ্যা।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীনে প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও বিবরণীসমূহ—

(ক) শাখা প্রতিনিধি এবং অঞ্চল প্রতিনিধিদের কোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৫। **নির্বাচনের ফলাফল**।—বিধি ২৪ এর অধীনে নির্বাচন সংক্রান্ত মোড়ক ও বিবরণাদি প্রাপ্তির পর, বিধি ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে ঃ—

(ক) শাখা বা অঞ্চলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার উক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলাফল সংকলন করিবেন এবং বিধি ২৬ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আবেদন (যদি থাকে) নিষ্পত্তির পর, সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শাখা বা অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন; এবং তাহাদের নাম সম্বলিত তালিকা ফরম 'চ'-তে তাহার নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন; এবং উহার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণাদির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীকে, বিধি ২৬ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আবেদন (যদি থাকে), নিষ্পত্তির পর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম 'চ'-তে ব্যাংকের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৬। **নির্বাচনী আবেদন**।—(১) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১০(দশ) দিনের মধ্যে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী উক্ত ফলাফলের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া—

(ক) শাখা ও অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট; এবং

(খ) পরিচালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নিকট, নির্বাচনী আবেদন পেশ করিতে পারেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে দায়েরকৃত আবেদনে সংক্ষেপে উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনে স্বাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কোন নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ বা আংশিক বহাল অথবা বাতিল করিতে পারিবেন এবং এই উপ-বিধির অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উহার যুক্তি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কোন নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইলে, এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক নতুনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। **উপ-নির্বাচন**।—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ধারা ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পরিচালকের পদ তাহার কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে শূন্য হইলে;

(খ) কোন শাখা প্রতিনিধি বা অঞ্চল প্রতিনিধি যথাক্রমে অঞ্চল প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে বা বিকৃত মস্তিস্ক হইয়া পড়িলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীনে কোন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রতিনিধি বা পরিচালক নির্বাচন স্থগিত থাকিবে এবং উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখা বা অঞ্চল প্রতিনিধি নির্বাচনের পর উক্ত স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার অন্যান্য নির্বাচনের জন্য যেই বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় সেই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **নির্বাচনী নথিপত্র বিনষ্টীকরণ**।—(১) বিধি ২৬ এর অধীনে কোন নির্বাচনী আবেদন দাখিল হইলে উহা নিস্পত্তির পর, অথবা অনুরূপ কোন আবেদন দাখিল না হইলে উক্ত বিধিতে উল্লিখিত সময়-সীমার পর, রিটার্নিং অফিসার সমাপ্ত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র নির্বাচন কমিশনের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(২) এই বিধিমালার উপর উপ-বিধি (১) এবং বিধি ২৪ উপবিধি (৪) এর দফা (খ) এর বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত সকল কাগজপত্র এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে এবং তৎপর উহা বিনষ্ট করা হইবে।

২৯। **নির্বাচনী কাজের বাজেট ও তহবিল**।—(১) বিধিমালায় বর্ণিত নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি তহবিল গঠন করিবে এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ একটি বাজেট প্রণয়নপূর্বক ব্যাংকে প্রেরণ করিবে যাহার ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাজেট প্রাপ্তির ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল কমিশন বরাবরে বরাদ্দ প্রদান করিবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ব্যাংক হইতে জাতীয় নির্বাচনের অনুরূপ হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যয়ের হিসাব প্রয়োজনীয় বিল-ভাউচারসহ নির্বাচন শেষ হইবার ০১ (এক) মাসের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩০। **অসুবিধা দূরীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা**।—এই বিধির বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারকে অবহিত রাখিয়া উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ**।—এই বিধিমালার অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তফসীলি ব্যাংক বা তফসীলি ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা গ্রহণ করা যাইবে না।

ফরম 'ক'

বিধি ১৩(২) দ্রষ্টব্য

.....নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র	অফিসে ব্যবহারের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের ক্রমিক নং..... তারিখ..... জমাদানকারীর নাম..... স্বাক্ষর..... তারিখ .....

(নীচের অংশ প্রস্তাবক পূরণ করিবেন)

১। নির্বাচনী স্তরের নাম .....

২। সংশ্লিষ্ট শাখা/অঞ্চল/নির্বাচনী এলাকার পরিচয় .....

.....

৩। প্রার্থীর পরিচয়:

(ক) নাম.....

(খ) প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম.....

(গ) প্রার্থীর মাতার নাম.....

(ঘ) বয়স .....

(ঙ) পেশা .....

(চ) ঠিকানা:

গ্রাম .....

কেন্দ্রের নাম .....

শাখা .....

(ছ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর .....

৪। প্রস্তাবকের পরিচয়:

(ক) নাম .....

(খ) প্রস্তাবকের পিতা/স্বামীর নাম .....

(গ) প্রস্তাবকের মাতার নাম .....

(গ) ঠিকানা:

গ্রাম ..... কেন্দ্রের নম্বর ..... শাখা .....

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকের ক্রমিক নম্বর .....

তারিখ .....

.....

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর

ঘোষণাপত্র

(এই অংশ প্রার্থী পূরণ করিবেন)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপর্যুক্ত মনোনয়নে আমার সম্মতি আছে এবং উপরে আমার সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আমার নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা আছে।

তারিখ ....

প্রার্থীর স্বাক্ষর

বাছাই-এর বিবরণী

(এই অংশ রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

(ক) মনোনয়নের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

(খ) মনোনয়নপত্র বাতিলযোগ্য হইলে তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ :

(গ) মনোনয়নপত্র বাতিলকরণ/গ্রহণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত :

.....

রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

তারিখ .....

ফরম 'খ'

বিধান ১৯(২) (ক) দ্রষ্টব্য

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘোষণা

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ.....

.....

২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম .....

৩। উক্ত প্রার্থীর ঠিকানা.....

৪। সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় উক্ত প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর .....

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উপর্যুক্ত প্রার্থী .....
নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য/পরিচালক হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

.....
রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

তারিখ .....

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অত্র ঘোষণার অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :

(১) .....

(২) .....

.....
রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

তারিখ .....

ফরম 'গ'

[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]

ব্যালটপত্র

ব্যালটপত্রের মুড়ি বহি	প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর নাম	ভোট চিহ্নের ঘর "×"
নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ		
ভোটার তালিকায় ভোট দাতার ক্রমিক নং..... ভোট দাতাদের দস্তখত		
প্রিসাইডিং অফিসারের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ও সীল ঃ		

ফরম 'ঘ'

[বিধি ২৩(৫) দ্রষ্টব্য]

(প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট বিবরণী)

(ক) নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ .....

(খ) ভোট কেন্দ্রের নাম .....

(গ) ভোট গ্রহণের তারিখ .....

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের নাম : প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা :

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থী বা অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হইলে লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীর নাম : .....

তারিখ ....

প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত

উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের দস্তখত ঃ

(১)

(২)

(৩)

(৪)

ফরম 'ঙ'

[বিধি ২৪(৩) দ্রষ্টব্য]

ব্যালটপত্রের হিসাব

নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ .....

ভোট কেন্দ্রের নাম .....

১। ভোট কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর.....

২। ভোটারকে সরবরাহ করা হয় নাই এইরূপ ব্যালটপত্রের সংখ্যা ও ক্রমিক নম্বর.....

৩। ভোটারদিগকে সরবরাহকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা .....

৪। বিভিন্নভাবে বাতিলকৃত ব্যালটপত্রের সংখ্যা .....

৫। ভোট বাক্সে জমাকৃত মোট ব্যালটপত্রের সংখ্যা .....

৬। গণনার সময়, বৈধ ও অবৈধ ভোট হিসাবে গণ্য ব্যালটপত্রের সংখ্যা .....

তারিখ ....

প্রিসাইডিং অফিসারের দস্তখত

ফরম 'চ'

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য]

শাখা প্রতিনিধি/অঞ্চল প্রতিনিধি/পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীদের তালিকা

১। নির্বাচনী স্তরের নাম ও বিবরণ.....

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য যদি থাকে

তারিখ ....

রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

তালিকার অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরণ করা হইল :

(১)

(২)

তারিখ ....

রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. এম আসলাম আলম
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd